আহকামে মাসাজিদ ও ইমামদের যিম্মাদারী

মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

www.islamijindegi.com

আহকামে মাসাজিদ
ও
ইমামদের যিম্মাদারী

মুফতী মনসূরুল হক
শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ মাদরাসা

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল মানসূর
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী এন্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রথম প্রকাশঃ
যিলক্বদ-১৪৩০ হিজরী
ডিসেম্বর-২০০৯ ইং

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

www.islamijindegi.com

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

ভূমিকা	৪
* মসজিদের সীমানা নির্ধারিত থাকা চাই	৫
* মসজিদের গেইটে দু'আ লিখলে তিনটি লিখবে	৫
* উযুখানা তৈরীর পদ্ধতি	৫
* মসজিদে আরাম দায়ক বিছানা থাকা চাই	৬
* সামনের দেয়ালে কিছু লেখা বা অংকন করা নিষেধ	৭
* মেহরাবের মাসাইল	৭
* মিম্বরের মাসাইল	৭
* মসজিদে সংরক্ষিত কুরআনে মাজীদের হেফাযত করা আবশ্যক	৮
* মসজিদকে কেরোসিন বা দুর্গন্ধমুক্ত রাখা উচিৎ	৮
* মিনারার মাসআলা	৯
* নামাযে মাইক ব্যবহারের মাসাইল	৯
* আযান-ইকামতের মাসাইল	১০
* মসজিদের ফান্ড থেকে রমযানের হাফিয সাহেবদের বিনিময় প্রদান নাজায়িয	১১
* মসজিদের টাকা নিজের ব্যবসায় খাটানো	১১
* মসজিদকে সুগন্ধ রাখা	১১
* মসজিদেও অপচয় নাজায়িয	১১
* মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা আবশ্যক	১২
* মসজিদ পুনঃনির্মাণের বিধান	১২
* মসজিদের পজিশন বিক্রি করা এবং মসজিদের জমি দীর্ঘমেয়াদে ভাড়া দেয়া	১২
* মসজিদের জায়গা অন্য কাজে খাটানো	১৩
* মসজিদে ঘুমানো বা রাত্রি যাপন	১৪
* মহিলাদের মসজিদে গমন নাজায়িয	১৪
* মসজিদের ভিতরে জুতা নেয়া	১৫
* মসজিদে কোন মুসল্লীর স্থান নির্ধারিত নেই	১৬
* নীচ তলা খালী রেখে দোতলায় জামা'আত	১৬
* কাতারের মাসাইল	১৬
* জুম'আর খুতবার পূর্বে বয়ান করার বিধান	১৭
* জুম'আর ১ম আযানের পর দুনিয়াবী কাজ করা নিষেধ	১৮
* খুতবা চলাকালীন সময়ে দান বাক্স চালানো	১৮

* মসজিদে জানাযা নামায পড়ার বিধান	১৯
* বিনা উযরে মসজিদে ঈদের নামায পড়া ঠিক নয়	১৯
* ইমাম সাহেবের টিউশনি করা	২০
* মসজিদে তা'লীম	২০
* মসজিদ পরিচালনা পরিষদের রূপ রেখা	২১
* বিনিময় নিয়ে মসজিদে বাচ্চাদের তা'লীম দেয়া	২২
* মসজিদকে স্থায়ীভাবে মাদরাসা বানিয়ে নেয়া	২২
* মসজিদে আরো কতিপয় আদব	২৩
* ইমামাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	২৫
* মাদরাসা পরিচালকদের যিম্মাদারী	৩১

باسمه تعالي

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- আল্লাহ তা'আলার (ঘর) মসজিদ আবাদ তারাই করবে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কাউকেই ভয় করে না। তাদের ব্যাপারে আশা করা যায়, এরা হেদায়াত প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরায়ে তাওবা আয়াত নং ১৮)

মসজিদ হল হেদায়াতের মারকায । কোন এলাকার মসজিদ যদি পুরাপুরি শরী'আত মুতাবেক পরিচালিত হয় তাহলে পুরা এলাকায় এক দীনী হাওয়া বিরাজ করবে। বরং ধীরে ধীরে তার আলোকে উক্ত এলাকা তথা পুরা দেশ থেকে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ইসলামের শাশ্বত বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে। মসজিদে নববী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মসজিদে নববীর মসজিদ কেন্দ্রিক মেহনতের উসীলায় শুধু মদীনা নয় গোটা আরবের সেই বর্বর জাতিও স্বর্ণ মানবে পরিণত হয়ে ছিল।

দুঃখের বিষয় হল বর্তমানে পূর্বের তুলনায় মসজিদ তো বেশী হচ্ছে এবং শানদারও হচ্ছে। কিন্তু হেদায়াত দিন দিন বিদায় নিতে চলছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চির সত্য বাণী আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে, ইরশাদ করেনঃ অচিরেই মানুষের মাঝে এমন একটি যুগ আসবে যখন ইসলাম বলতে থাকবে শুধু নাম, আর কুরআন বলতে থাকবে কিছু প্রথা। ঐ সময়কার মসজিদগুলো তো হবে বড় শানদার। কিন্তু তা হবে হেদায়াত শূন্য। (বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হা: নং ৩/১৭৬৩)

তাই হেদায়াত শূন্য মসজিদগুলোকে হেদায়াত ওয়ালা বানানো মুসলিম উম্মাহর উপর বিরাট এক যিম্মাদারী। এজন্য মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. বলতেন যেঃ তোমরা মসজিদ ও মাদরাসাকে সুন্নী বানাও তাহলে পুরা মহল্লা সুন্নী হয়ে যাবে।

উক্ত যিম্মাদারী পালনে আলহামদুলিল্লাহ অতীত ও বর্তমানের অনেক উলামায়ে কিরাম এগিয়ে এসেছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানা সে ধারাবাহিকতারই এক শর'ঈ রূপ রেখা আমরা আশা করব বইয়ের এ কথাগুলো যদি প্রত্যেকটি মসজিদে বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে আমাদের সমাজে আবারো সেই মসজিদে নববীর সেই হেদায়াত ফিরে আসবে।

আল্লাহ তা'আলা লেখক-পাঠক সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

www.islamijindegi.com

باسمه تعالي

প্রথম অধ্যায়

মসজিদের সীমানা নির্ধারিত থাকা চাই

মসজিদ শুরুর সীমানা নির্ধারণ করে দিবে, যাতে নতুন লোকেরাও সঠিক স্থান থেকে মসজিদে ঢোকার ও বের হওয়ার দু'আ পড়তে সক্ষম হয়। অনেক মসজিদে এ ব্যাপারে পেরেশানী উঠাতে হয়। বারান্দা মসজিদে শামিল কিনা বুঝা যায় না। সুতরাং কোন খাম্বা ইত্যাদিতে লিখে রাখতে হবে যে, "মসজিদ এখান থেকে শুরু।" (ইবনে মাজা হাদীস নং ৭৭৩)

মসজিদের গেইটে দু'আ লিখলে তিনটি লিখবে

মসজিদের গেইটে মসজিদে ঢোকার দু'আ লিখতে চাইলে পূর্ণ তিনটা বা ইস্তিগফারসহ চারটা লিখবে। অনুরূপভাবে বের হওয়ার সময়ে সবগুলো দু'আ লিখবে। বর্তমানে প্রায় মসজিদে ঢোকা ও বের হওয়ার একটা করে দু'আ লিখা হয়। এরূপ করা ঠিক নয়। এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। লোকেরা মনে করে মাত্র এটুকুই মসজিদে ঢোকার ও বের হওয়ার দু'আ। (ইবনে মাজা হাদীস নং ৩১৪)

উযূখানা তৈরীর পদ্ধতি

১. মসজিদের উযূ খানা এমনভাবে নির্মাণ করবে যাতে পানি অপচয় না হয়, নতুবা এর গুনাহ প্রত্যেক মুসল্লী পৃথক ভাবে পাবে। আর মসজিদ কর্তৃপক্ষের উপর গুনাহের সমষ্টি বর্তাবে। (সূরায়ে বনী ইসরাঈল আয়াত নং ২৭)

এ উযূ দ্বারা নামায জায়িয হলেও অপচয়ের কারণে তা হারাম উযূতে পরিণত হয়। সুতরাং মসজিদের হাউজ থাকা ভাল। আর যদি টেপ সিস্টেম হয় তাহলে হয়ত তার সাথে বদনা রাখবে অথবা এমন টেপ লাগাবে যেখানে হাত সরানোর সাথে সাথে পানি বন্ধ হয়ে যায় । অথবা লিখিত ভাবে এবং মৌখিকভাবে মুসল্লীদের বার বার বুঝাতে থাকবে যাতে তারা উযূ করার সময় টেপ প্রয়োজন মত বার বার খুলবে এবং বার বার বন্ধ করবে। একবার খুলে উযূ সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবে না। তাহলে আশা করা যায় পানির অপচয় বন্ধ হবে। (সূরা মায়িদা: ২, তিরমিযী: হা: নং ২৬৭৫)

২. মসজিদের মুসল্লীদের খেদমত ও আরামের জন্য প্রত্যেক মসজিদের নিজস্ব পেশাবখানা ও পায়খানা থাকা জরুরী। মসজিদ কমিটির জন্য এর ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী। এবং এগুলো সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে এবং রাখার জন্য কোন খাদেম নিয়োগ দিবে। পেশাবখানা দিয়ে উযূ খানার পানি প্রবাহিত করার

ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করবে। যাতে এগুলো থেকে কোন দুর্গন্ধ না ছড়ায়। এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী। (সূরায়ে তাওবা আয়াত নং ১০৮)

অনেক মসজিদে তো এগুলোর কোন ব্যবস্থাই করা হয় না যা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন করে, আবার অনেক এলাকায় মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে এগুলো তৈরী করা হয় এবং সাফাইয়ের উত্তম ব্যবস্থা করা হয় না, এমনকি যারা জরুরত পুরা করতে সেখানে যায় তারা নাপাক হয়ে ফিরে আসে এবং এগুলো থেকে দুর্গন্ধ ছাড়ায়। এমনকি মসজিদ থেকেও দুর্গন্ধ অনুভব করা যায়। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁচা পিয়াজ খেয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী হা: নং ১৮০৬)

মসজিদে আরাম দায়ক বিছানা থাকা চাই

মুসল্লীদের কষ্ট হয় এমন কাজ করতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শক্তভাবে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী হা: নং ২৪৬-৪৭)

সুতরাং মসজিদে মুসল্লীদের জন্য আরামদায়ক বিছানার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করবে। পূর্ণ মসজিদে সম্ভব না হলে অন্তত দুই অথবা চার কাতারে এ ব্যবস্থা করবে। তাও সম্ভব না হলে বয়স্ক মুসল্লীদের জন্য কিছু সংখ্যক মুসল্লা নির্ধারণ করে দিবে। যাতে তারা আরামের সাথে নামায আদায় করতে পারেন। জওয়ানরা বৃদ্ধদের এ সমস্যা বুঝতে সক্ষম নয়, তাই তারা গরমের মৌসুমে সকল বিছানা উঠিয়ে ফেলতে চায়। এটা ঠিক নয়।

মসজিদের জন্য দুই সেট বিছানা রাখবে যাতে করে একটা পরিষ্কার করার সময় অপরটা বিছানো যায়। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ২১২, আবূ দাউদ হাদীস নং ৩৩৫,৩৮২২)

সামনের দেয়ালে কিছু লেখা বা অংকন করা নিষেধ

মসজিদের সামনের দেয়ালে কিছু লিখবে না বা লেখা টাঙ্গাবে না। এবং রংবেরঙের নকশা ও কারুকার্য করবে না। এতে মুসল্লীদের নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। যা নামাযের রূহ। জরুরী কোন লেখা টাঙ্গাতে হলে দুই পাশের দেয়ালে বা পিছনের দেয়ালে তার ব্যবস্থা করবে। (দূররে মুখতার: ১/৬৫৮)

মেহরাবের মাসাইল

১. মেহরাবের মধ্যে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান কাতারের ঠিক মাঝখানে যেন হয় এ ব্যাপারে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। সুতরাং উভয় পার্শ্বের মুসল্লী যাতে সমান হয়। নতুবা বিনা ঠেকায় কাতার কোন একদিকে বেশী হয়ে গেলে মাকরুহ হবে । সর্বশেষ অসম্পন্ন কাতারেও উভয় পার্শ্বে সমান মুসল্লী থাকতে চেষ্টা করবে। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৬৮১)

২. অধিকাংশ স্থানে মসজিদের ঠিক মাঝে মেহরাব তৈরী করে তার ডান পার্শ্বে মিম্বর তৈরী করে। এতে ইমাম বাম দিকে চেপে দাঁড়াতে বাধ্য হন। এটা মাকরূহ। সুতরাং মেহরাব তৈরী করার সময় এ ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখবে মেহরাব যদি বড় আকারের হয় তাহলে তার ডান পার্শ্বে মিম্বর বানানো সত্ত্বেও ইমাম মাঝে দাঁড়াতে সমস্যা হয় না। কিন্তু মেহরাব যদি ছোট আকারে হয় এবং মেহরাবের ভিতরে ডান দিকে মিম্বর বানাতে চায় তাহলে মেহরাবকে মসজিদের একদম মাঝে না বানিয়ে একটু ডান দিকে নির্মাণ করা উচিত। তাহলে ইমামের কাতারের একদম মাঝে দাঁড়াতে সমস্যা হয় না। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৬৮১)

মিম্বারের মাসাইল

১. অনেকে মনে করে মিম্বর তথা খুতবার সময় ইমামের বসার ও দাঁড়ানোর স্থান কাতারের ঠিক মাঝ বরাবর হওয়া জরুরী। এটা ভুল ধারণা। এর পক্ষে কোন দলীল নেই। (রদ্দুল মুহতার: ১/৬৪৬)

২. মসজিদের মিম্বর তিন ধাপ বিশিষ্ট হবে এবং প্রত্যেকটি ধাপ এতটুকু উঁচু করবে যাতে খতীব সাহেব সেখানে আরামের সাথে বসতে পারেন। তিনের অধিক ধাপ বিশিষ্ট মিম্বর বানানোর কোন প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে নেই। হ্যাঁ তৃতীয় ধাপের উপর হেলান দেয়ার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। (ফাতহুল বারী-২/৪৯০, বাযলুল মাজহূদ-২/১৭৮, ইমদাদুল আহকাম-৩.১৯৫, মাহমূদিয়া-১০/১৯১)

মসজিদে সংরক্ষিত কুরআনে মাজীদের হেফাযত করা আবশ্যক

মসজিদের তাকের মধ্যে কুরআন শরীফ হিফাজতের কোন ব্যবস্থা করা হয় না। অথচ তা অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং কমিটি বা মোতাওয়াল্লীর দায়িত্ব হল, সকল কুরআন মাজীদ গিলাফে রাখার ব্যবস্থা করা এবং কিছু দিন পর পর গিলাফ পাক সাফ করার ব্যবস্থা করা এবং ছিঁড়া ফাটা কুরআন শরীফের কপি যা ঠিক করে পড়ার যোগ্য করা যাবে না সেগুলি পাক কাপড়ে মুড়ে গোরস্থানের কিনারায় দাফন করে দেয়া এবং হিফাজতের জন্য ব্যবস্থা করা। (আলমগীরী-৫/৩২৩)

উল্লেখ্য: তাকের মধ্যে কুরআন মাজীদ সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবে। কোন কুরআন উপুড় করে রাখবে না। দুই কুরআনের মাঝে রেহাল রাখবে না। কুরআনের উপর তাফসিরের কিতাব রাখবে না। বা খুতবা ও অন্যান্য কিতাব রাখবে না। মিম্বারের উপর রেহাল ছাড়া সরাসরি কিতাব ও কুরআন রাখবে না। কুরআন তিলাওয়াতের সময় বা বন্ধ করার সময় কুরআনের উপর চশমা, কলম, চিরুনি ইত্যাদি রাখবে না। এসবই কুরআনের সাথে বে-আদবী। (সূরায়ে হজ্জ-৩২, সূরা আবাসা :১৪, আলমগীরী: ৫/৩২৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/৬২২)

মসজিদকে কেরোসিন বা দুর্গন্ধমুক্ত রাখা উচিৎ

মেহরাব বা মিম্বরে অনেকে হারিকেন রেখে থাকে বা কেরোসিন তেলের অন্য কোন বাতি রাখে। এটা উচিৎ নয়। কারণ কেরোসিন একটি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু। যা মসজিদে দাখিল করা ঠিক নয়। সুতরাং সেখানে মোমবাতির ব্যবস্থা রাখবে। একান্ত অপরাগতায় মসজিদের বাইরে দুপাশে হারিকেন রাখতে পারে। (তিরমিযী শরীফ হাদীস নং-১৮০৬, ইমদাদুল আহকাম-৩/১৮১)

মিনারার মাসআলা

মসজিদের মিনারা থাকা উপকারী জিনিষ। এর দ্বারা আযানের আওয়াজ অনেক দূরে পৌঁছানো যায়। তাছাড়া মুসাফিরদের জন্য মসজিদের সন্ধান পাওয়াও আসান হয় । তবে এর জন্য ভিন্ন ফান্ড কালেকশন করা উচিৎ। মসজিদের নিজস্ব ফান্ড দিয়ে মিনারা তৈরী না করা শ্রেয়। মসজিদের মধ্যে কোন প্রকার কারুকার্যও করবে না। মসজিদের মধ্যে কারুকার্য ও জাঁকজমক করা কিয়ামতের আলামত এবং ইয়াহুদীদের সাদৃশ্যতা। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৪৮, ফাতহূল কদীর-১/৩৬৮, আলমগীরী-২/৪৬২)

নামাযে মাইক ব্যবহারের মাসাইল

১. আজকাল বিভিন্ন মসজিদে নামাযে মাইক ব্যবহার করা একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়ে গেছে। দেখা যায়, মসজিদে মাত্র এক বা দেড় কাতার মুসল্লী, যেখানে আসানীর সাথে ইমামের আওয়াজ পৌঁছে যায় এবং মুকাব্বিরের আওয়াজে সুন্দরভাবে রুকু সেজদা করা যায়। তবুও প্রত্যেক ওয়াক্তে মাইক চালানো হচ্ছে। অথচ এর কোন প্রয়োজন নেই। অপরদিকে মাইকে নামায পড়া হলে মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিকট আওয়াজ নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। এমনকি কখনো মাইকের মাধ্যমে গানের আওয়াজও নামাযে শোনা যায়। নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। যা মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকায় সাদাসিধেভাবে পড়াই উত্তম মাইকের এ ফ্যাশনের কারণে প্রায় এসব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এজন্য শরী‘আতের দৃষ্টিতে এ ধরনের ছোট জামা‘আতে মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, যদি অনেক বড় মসজিদ হয় বা কয়েক তলায় জামা‘আত হয় সেখানে সতর্কতার সাথে মাইক ব্যবহারের অবকাশ আছে। অনেক সময় খতীব সাহেব জুম‘আর খুতবা দিতে থাকেন, মুয়াজ্জিন বা খাদেম সাহেব খুতবা চলাকালীন মাইক ঠিক করতে থাকেন। এটা নিষেধ। (রদ্দুল মুহতার: ১/৫৮৯, ২/১৫৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া-১/৮৪৫, রহীমিয়া-১/৯০-৯৪)

২. মসজিদের মাইক দ্বারা আযান-ইকামত, বয়ান, তাফসীর ইত্যাদির কাজ নিবে। মসজিদের মাইকে মৃত ব্যক্তির খবর প্রচার এবং আরো বিভিন্ন দুনিয়াবী কাজে এ‘লান করা হয়, এগুলো ঠিক নয়। সকলকে বুঝিয়ে এগলো বন্ধ করা উচিৎ। অথবা মসজিদের টাকা দিয়ে মাইক খরীদ না করে ব্যাপক উদ্দেশ্যের

কথা বলে ফান্ড সংগ্রহ করে তা দিয়ে মাইক খরীদ করবে । তখন দুনিয়াবী বিশেষ প্রয়োজনেও ঐ মাইক ব্যবহার করতে পারবে। (হিন্দিয়া-২/৪৫৯, আহসানুল ফাতাওয়া-৬/৪৪৬, রহীমিয়া-৬/১০৬)

৩. মসজিদের মাইক দ্বারা অনেক স্থানে শেষ রাত্রে যিকির করা হয় বা গযল পড়া হয় বা তিলাওয়াত করা হয়। এসবই নাজায়িয। কারণে এতে লোকদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে এবং ইবাদাতকারীদের সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অনেক স্থানে ইশার পর গভীর রাত পর্যন্ত মাইকে গযল, কিরাত পড়া হয়। এটাও নিষেধ। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬০১৮, যিকর ও ফিকর-২৫, মাহমূদিয়া-১৮/১৩৩)

আযান-ইকামতের মাসাইল

১. আজকাল মসজিদের মধ্যে আযান দেয়ার প্রথা চালু হয়ে গেছে এটা শরী'আতে পছন্দনীয় নয় । ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন যে মসজিদের মধ্যে আযান দিবে না। সুতরাং মুয়াজ্জিন সাহেবের রুমে বা মসজিদের বাইরে অন্য কোন রুমে আযানের ব্যবস্থা করবে। (আলমগীরী : ১/৫৫)

২. বর্তমানে অধিকাংশ মসজিদে আযান ইকামত সুন্নাতের বরখেলাপ দেয়া হচ্ছে। সুতরাং মুয়াজ্জিন নিয়োগ দেয়ার সময় কোন হক্কানী আলেম দ্বারা পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ দিবে। আর যদি পূর্বে নিয়োগ প্রাপ্ত মুয়াজ্জিন হয় তাহলে যে সব প্রতিষ্ঠানে সুন্নাত তরীকায় আযান ইকামতের মশক করানো হয় সেখানে পাঠিয়ে সুন্নাত তরীকায় আযান ইকামতের মশক করিয়ে নিবে। এটা কমিটির একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৭৭)

৩. মসজিদের কোন মাল-সামানা বাইরের দীনী কাজেও ব্যবহার করবে না। এমনকি ঈদগাহের কাজের জন্যও মসজিদের বিছানা ইত্যাদি ব্যবহার করবে না। ঈদগাহের জন্য আলাদা সামানার ব্যবস্থা করবে। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৯, রহীমিয়া-৩/১৬৩, আহসানুল ফাতাওয়া-৬/৪০৭)

মসজিদের ফান্ড থেকে রমযানে হাফিয সাহেবদের বিনিময় প্রদান নাজায়িয

মসজিদ ফান্ড থেকে রমযান মাসে হাফেয সাহেবদের তারাবীহর বিনিময় দিবে না। সূরা তারাবীহ হোক বা খতম তারাবীহ হোক। কারণ তারাবীহ বিনিময় লেন-দেন উভয়টাই নাজায়িয। আর নাজায়িয কাজে মসজিদ ফান্ডের টাকা খরচ করার তো প্রশ্নই আসে না। (আহসানুল ফাতাওয়া-৩/৫১৪, ইমদাদুল মুফতীন-৩১৫, মাহমূদিয়া-৮/২৪৭, ১৮/১৮০)

মসজিদের টাকা নিজের ব্যবসায় খাটানো

অনেক মসজিদের মুতাওয়াল্লী মসজিদের টাকা নিজের ব্যবসায় লাগিয়ে থাকে। এটা জায়িয নেই। বরং এটা মারাত্মক খেয়ানত। এ কাজ করলে সে মুতাওয়াল্লীর যোগ্য থাকবে না। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৮০, আহকামে মাসজিদ-২৪৯)

মসজিদকে সুগন্ধ রাখা

হাদীসে এসেছে মসজিদকে সুগন্ধময় ও খুশবুদার করতে হবে। বিশেষ করে জুম'আর দিন অবশ্যই আগরবাতী, লোবান ইত্যাদির মাধ্যমে মসজিদ খুশবুদার করা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত। কিন্তু বর্তমানে বলতে গেলে এ সুন্নাতটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং এ সুন্নাতটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া জরুরী। এবং জুম'আর দিন মসজিদকে বিশেষভাবে খুশবুদার করা কর্তব্য। (তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ৫৯৪, মিরকাত-২/৩৯৩)

মসজিদেও অপচয় নাজায়িয

মসজিদে বিছানা বিছানো এবং বাতি দেয়া সুন্নাত। কিন্তু প্রয়োজনমাফিক বাতি লাগাবে। প্রয়োজন অতিরিক্ত বাতি লাগানো ও জ্বালানো অপচয় ও নাজায়িয। অধুনা অনেক মসজিদে শবে বরাত, শবে ক্বদর ইত্যাদিতে আলোকসজ্জা করা হয়, অর্থাৎ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বাতি লাগানো হয়। এটা অপচয় ও অগ্নিপুজকদের সাথে সাদৃশ্যতার কারণে না জায়িয। (সূরা বনী ইসরাইল-২৬-২৭, মুসনাদে আহমাদ-৩/১৩৬)

মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা আবশ্যক

বর্তমানে মসজিদের মধ্যে যেভাবে ইফতারের আয়োজন করা হয় তাতে (অনেক লোকের আয়োজনে হৈ হল্লা এবং মসজিদে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী পড়ে থাকার দরুন) মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয়। এটা বর্জনীয় তবে শুধু খেজুর এবং পানি দ্বারা ইফতার করাতে অসুবিধা নেই। (রদ্দুল মুহতার-২/৪৪৯, আহসানুল ফাতাওয়া-৬/৪৫৭)

মসজিদ পুনঃনির্মাণের বিধান

কোন মসজিদ জীর্ণশীর্ণ বা সংকীর্ণ হয়ে গেলে তা ভেঙ্গে ফেলে নতুনভাবে তৈরী করা জায়িয। পুরানা সামানপত্র বিক্রি করে মসজিদের কাজে লাগিয়ে দিবে। খরিদকারী উক্ত সামান বৈধ ও পবিত্র স্থানে ব্যবহার করবে। মসজিদকে সুন্দর করার জন্য বা সাজানোর জন্য মজবূত মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা নাজায়িয। আজকাল অনেকেই মসজিদ নিয়ে গর্ব ও বড়াই করার লক্ষ্যে পুরানা মসজিদকে মজবূত থাকা সত্ত্বেও শহীদ করে এ ধরনের নাজায়িয কাজ করে থাকে। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৪৮-৪৪৯, মুসনাদে আহমাদ-৩/১৩৬, ফাতাওয়ায় রহীমিয়া: ৯/১৪৮)

মসজিদের পজিশন বিক্রি করায় এবং মসজিদের জমি দীর্ঘ মেয়াদে ভাড়া দেয়া জায়িয নেই

মসজিদের দোকান-পাট এর পজিশন বিক্রি করা জায়িয নেই। মসজিদ ছাড়াও পজিশন বেচা কেনা শরী'আতে পছন্দনীয় নয়। তাছাড়া মসজিদের দোকান-পাট দীর্ঘ মেয়াদী ভাড়াও দিবে না। এতেও এক ধরনের মালিকানাভাব সৃষ্টি হওয়ার

আশংকা থাকে। যা মসজিদের সম্পত্তিতে নিষেধ। হ্যাঁ এক বছরের জন্য ভাড়া দিবে। এবং প্রতি বছর ভাড়া চুক্তি নবায়ন করে নিবে। আর মসজিদের দোকান-পাট ভাড়া দেওয়ার সময় বিশেষ করে খেয়াল রাখবে কোন অবৈধ কাজের দোকান যেমন: টিভি, ভিডিও ইত্যাদি গান-বাজনার সামগ্রীর জন্যে যেন না হয়। কারণ এসবই নাজায়িয । আর এ ধরনের কাজে দোকান ভাড়া দেয়া গুনাহের কাজে সহায়তারই শামিল। (সূরায়ে মায়িদা: ২, রদ্দুল মুহতার-৪/৪০০, বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়া-১/১০৮)

মসজিদের জায়গা অন্য কাজে খাটানো

১. একবার মসজিদ নির্মাণ করার পর সে স্থানে বা তার কোন অংশে দোকান-পাট, মার্কেট ও উযূ খানা করা নাজায়িয। কারণ সেটা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ থাকে। এটাকে মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার বা পরিবর্তন করা নাজায়িয ও হারাম। তাছাড়া মসজিদের কোন অংশ নিজ অবস্থায় রেখেও কখনো ভাড়ায় দেওয়া যেমন: মূল মসজিদ ভবনের দেয়ালে বা ছাদে বিলবোর্ড, টাওয়ার ইত্যাদি বসাতে দেয়া জায়িয হবে না। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৭-৩৫৮)

২. বর্তমানে অনেক স্থানে দেখা যায় যে, নীচ তলায় বহু দিন যাবত নামায ও জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোন প্রকার ঘোষণাও ছিল না যে, "এখানে অস্থায়ীভাবে নামায পড়া হচ্ছে, পরবর্তীতে দোতলা থেকে স্থায়ী মসজিদ আরম্ভ হবে।" এমতাবস্থায় উক্ত প্রথম তলা বন্ধ করে দিয়ে সেখানে মার্কেট, দোকান-পাট বানানো হচ্ছে। যদিও উক্ত আয় মসজিদের জন্য ব্যয় করা হবে, তথাপি মসজিদকে পরিবর্তন করে ফেলার দরুন এটা কবীরা গুনাহ। এটা কোন ভাবেই জায়িয হবে না। কোন মসজিদ কর্তৃপক্ষ এরূপ করে থাকলে তারা যদি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায় তাহলে তাদের জন্য একটাই রাস্তা খোলা আছে, সেটা হল ঐ মার্কেট, দোকান-পাট ভেঙে মসজিদকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিবে এবং আল্লাহর দরবারে ভালভাবে তাওবা ইস্তিগফার করে নিবে। তবে যেখানে পূর্বেই ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে, "প্রথম তলায় অস্থায়ী ভাবে নামায ও জামা'আত করা হবে।" সেখানে পরবর্তীতে নীচ তলায় দোকান-পাট ইত্যাদি করতে অসুবিধা নেই। তবে বৈধ মালের দোকান-পাট হতে হবে এবং মসজিদের পবিত্রতার দিকে খুব খেয়াল করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৮, আযীযুল ফাতাওয়া-২২৮)

উল্লেখ্য: মূল মসজিদের নীচে বা উপরে কখনো কোন প্রকার টয়লেট, উযূখানা বা ফ্যামিলি কোয়াটার তৈরী করা যাবে না। (রদ্দুল মুহতার-১/৬৫৬, ৪/৩৫৮)

মসজিদে ঘুমানো বা রাত্রি যাপন

মুসাফির এবং ই'তিকাফরত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ রাতের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী সময় মসজিদে অবস্থান করতে পারবে না। এবং মসজিদের কোন সামান যেমন লাইট, ফ্যান ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে না। অবশ্য ই'তিকাফের মধ্যে নফল ই'তিকাফও শামিল, কাজেই দীনী দাওয়াত ও তা'লীমের জন্যে সাময়িক খাকতে হলে নফল ই'তিকাফের নিয়তে থাকারও প্রয়োজনে মসজিদের আসবাব ব্যবহারের অবকাশ আছে। (আলমগীরী-২/৪৫৯)

মহিলাদের মসজিদে গমন নাজায়িয

বর্তমানে কোন কোন সাধারণ মসজিদে মহিলাদের নামায পড়ার যে আলাদা ব্যবস্থা করা হচ্ছে শরী'আতের দৃষ্টিতে তা বৈধ নয়। আবূ হুমাইদ আস্ সা'ইদী রাযি.-এর স্ত্রী উম্মে হুমাইদ একবার নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে জামা'আতে নামায পড়তে আমার ভাল লাগে। একথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তা আমি জানি। তবে শুন, তোমার জন্য তোমার ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আবার বারান্দার কামরায় নামায পড়া তোমার জন্য তোমার ঘরের আঙিনায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর তোমার ঘরের আঙিনায় নামায তোমার জন্য তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। একইভাবে তোমার মহল্লার মসজিদে নামায তোমার জন্য আমার মসজিদে আমার সাথে নামায পড়ার চেয়েও উত্তম।

হাদীসের বর্ননাকরী বলেন: একথা শোনার পর তিনি পরিবারের লোকদেরকে ঘরের ভিতরে নামাযের স্থান বানাতে বলেন। তার নির্দেশে অনুযায়ী তা বানানো হয়। এরপর তিনি আমৃত্যু সেখানেই নামায পড়তে থাকেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং-২২১৭)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর মহিলাদের মধ্যে যে ধরনের পরিবর্তন এসেছে সেটা যদি তিনি দেখতেন তাহলে নি:সন্দেহে তিনি তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন। যেভাবে নিষেধ করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং-৮৬৯)

এ ধরনের আরো বহু হাদীস যেগুলো মহিলাদের মসজিদে গমনকে নিষেধ করে সে সমস্ত হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের ঐক্য মতের ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়াকে নাজায়িয সাব্যস্ত করেছেন। এজন্য বর্তমানে যে সকল মহিলা মসজিদে গিয়ে নামায পড়ছে। তারা নাজায়িয কাজ করছে। তাদের একাজ পরিহার করা কর্তব্য।

অবশ্য টার্মিনাল, জংশন, স্টেশন তথা ভ্রমণ পথের এ জাতীয় স্থানে মসজিদের পার্শ্বে মুসাফির মহিলাদের উযূ ও নামাযের পর্দার ব্যবস্থা সম্বলিত জায়গা রাখা বাঞ্ছনীয়। যেখানে তারা ইস্তিঞ্জা উযূ সেরে একাকী নামায পড়ে নিতে পারে।
বি: দ্র: এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ই'লাউস সুনান-৪/২৬০ ইবনে খুযাইমা হা: নং ১৬৮৩, মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৯৭, তাবারানী কাবীর, ২৫/১৪৮, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ২/১১৮

মসজিদের ভিতরে জুতা নেয়া

১. মসজিদে জুতা নেয়ার মাসআলা হল: মসজিদের গেটে জুতার ধুলা-বালি ঝেড়ে কাপড়ের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলবে। তারপর কাতারে দুই পায়ের মাঝে রেখে দিবে। এটাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (আবু দাউদ হাদীস নং ৬৫৪)

২. আজকাল সিজদার জায়গার সামনে জুতা রাখা হয়। সিজদায় গেলে অনেক ক্ষেত্রে জুতা মাথায় লাগে। তাছাড়া জুতার বাক্সে কোন ঢাকনা না থাকায় জুতা যে মুসল্লীদেরকে এস্তেকবাল করে। এ তরীকা পছন্দনীয় নয়। সুতরাং জুতা বাক্সে রাখতে হলে বাক্সের ঢাকনা থাকা উচিত। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৫৫-৪৫৬)

মসজিদে কোন মুসল্লীর স্থান নির্ধারিত নেই

মসজিদে একমাত্র ইমামের স্থান নির্ধারিত। মুয়াজ্জিন বা অন্য কারো স্থান নির্ধারিত নয়। মুয়াজ্জিন যে কোন কাতারে দাঁড়িয়ে ইকামত দিতে পারে। কাজেই মুয়াজ্জিন বা মসজিদের অন্য কোন কর্মকর্তা বা মুসল্লীর জন্য সর্বক্ষণ জায়নামায বিছিয়ে মসজিদে সিট দখল করে রাখা শরী'আত বিরোধী কাজ। সুতরাং যে প্রথমে আসবে সেই প্রথম কাতারে ইমামের পিছনে বসতে পারবে। এক্ষেত্র আমির-ফকিরের কোন পার্থক্য নেই। তবে সম্ভব হলে ইমামের সরাসরি পিছনে প্রথম কাতারে আলেম-উলামাদের দাঁড়ানো উচিত বা তাঁদের জন্য সুযোগ করে দেয়া ভাল। যাতে ইমামের ভুল ভ্রান্তি হলে তারা কাছ থেকে সংশোধন করে সকলের নামাযের হেফাজত করতে পারেন কিংবা ইমামের কোন সমস্যা হয়ে গেলে তিনি নিজে সরে গিয়ে তাদের একজনকে নিজের স্থানে দাঁড় করিয়ে ইমামতির কাজ দিতে পারেন। (মুসলিম হা: নং ১২২, তিরমিযী হা: ২২৮, রদ্দুল মুহতার-১/৬৬২, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া : ১০/৫৩)

নীচ তলা খালী রেখে দোতলায় জামা'আত

কোন জায়গায় দেখা যায় যে, বিনা উযরে দোতলা মসজিদের প্রথম তলা বাদ রেখে দ্বিতীয় তলায় জামা'আত করে থাকে। এটা উচিত নয়। বরং ইমাম সাহেব নীচ তলায় দাঁড়াবেন। এবং মুসল্লীগণও নীচ তলায় দাঁড়াবেন। অর্থাৎ, জামা'আত নীচ তালায় অনুষ্ঠিত হবে। তবে নীচ তলায় যাদের জায়গা হবে না তারা দ্বিতীয় তলায় জামা'আতে শরীক হবেন। (রহীমিয়া-৯/২১৮)

কাতারের মাসাইল

১. নামাযের কাতার তিন হাত বা কমপক্ষে পৌনে তিন হাত চওড়া করবে। যাতে সুন্নাত তরীকা মুতাবেক সিজদা করা সম্ভব হয়। অনেক মসজিদে দুই বা আড়াই হাত চওড়া কাতার করা হয় যার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে সিজদা করা সম্ভব হয় না। মাথা সামনের মুসল্লীর পায়ে আটকে যায়। (মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৪৯৬, আবূ দাউদ হাদীস নং ৮৯৮)

২. কাতারের দাগের উপর পায়ের গোড়ালী রেখে কাতার সোজা করবে। এটাই সহীহ তরীকা। অনেক স্থানে দাগে আঙ্গুল রেখে কাতার সোজা করা হয়, এতে কাতার কখনও সোজা হয় না। বরং যার পা লম্বা সে পিছনে থাকে আর যার পা খাটো সে সামনে চলে যায়। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৬৬৭, রদ্দুল মুহতার: ১/৫৬৭)

৩. কাতার মাঝখানে থেকে শুরু হয়ে সমানভাবে ডানে বাঁয়ে বাড়াতে থাকবে। এটাই নিয়ম। অনেকে বাতাসের লোভে এ নিয়ম ভঙ্গ করে সামনের কাতার খালী থাকা সত্ত্বেও পিছনে পাখার নীচে দাঁড়ায়। কাতার হিসেবে তার কোথায় দাঁড়ানো উচিত তার কোন পরওয়া করে না। এটা সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। কোন কোন মাযহাবে এ সমস্ত ভুলের কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। আবার কোনো কোন লোক এমনও দেখা যায় যে, মসজিদে অনেক আগে এসে সামনে খালী পাওয়া সত্ত্বেও পিছনে বসে থাকে। তাদের এ কাজের হিকমত বোধগম্য নয়। আবার কেউ সবার শেষে এসে সামনে খালী না থাকা সত্ত্বেও মানুষেরে কাঁধ টপকিয়ে সামনে যায়। তারপর জায়গা না পেয়ে দুজনের ঘাড়ে সাওয়ার হয়। এটা খুবই গর্হিত কাজ। হাদীসে এসেছে যে এরূপ করল সে যেন জাহান্নামে যাওয়ার জন্য একটি পুল তৈরী করল। (মুসলিম শরীফ: হাদীস নং ৪৩০, আবূ দাউদ হাদীস নং ৬৭১, তিরমিযী হাদীস নং ৫১২)

জুম'আর খুতবার পূর্বে বয়ান করার বিধান

হাদীস না জানার কারণে অনেকে জুম'আর খুতবার পূর্বের বয়ানকে বিদ'আত বলে থাকেন। তাদের এই মাসআলা ঠিক নয়। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরে ফারুক রাযি. এর জামানায় তার খুতবার পূর্বে হাজার হাজার সাহাবায়ে কেরামের রাযি. উপস্থিতিতে হযরত তামীমে দারী রাযি. আবার কখনো হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বয়ান রাখতেন। কখনো অন্য সাহাবীও বয়ান করতেন। কেউ এতে আপত্তি করেননি। সুতরাং এটা বিদ'আত বা নাজায়িয হতে পারে না। তবে এ বয়ানটি মসজিদের মিম্বরে না হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বা চেয়ারে বসে করবে। যাতে জুম'আর খুতবা দুইটির স্থলে তিনটির মত না দেখায়। সুতরাং এই বিষয়টির প্রতিও সকলের খেয়াল করা দরকার। কোথাও বিদ'আতের ভয়ে বয়ানই করে না। আবার কোথাও মিম্বরে বসে এই বয়ান করা হয়। উভয়টি ভুল তরীকা। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হা: নং ৫৪৩৩, মুসতাদরাকে হাকেম হা: নং-৩৬৭,

সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৮৬ {১৮২}, ইমাম যাহাবীকৃত তারিখুল ইসলাম : ২/২১৮ {২৩০২}, তারিখে ইবনে আসাকির : ১১/৮০)

জুম'আর ১ম আযানের পর দুনিয়াবী কাজ করা নিষেধ

জুম'আর প্রথম আযানের সাথে সাথে মসজিদে রওয়ানা হওয়া বা রওয়ানার প্রস্তুতি নেয়া জরুরী। প্রথম আযানের পর বেচা-কেনা ও দুনিয়াবী অন্যান্য কাজ এমনকি ঘরে বসে নফল নামায বা কুরআন তিলাওয়াত সবই নিষেধ হয়ে যায়। (সূরায়ে জুম'আ-৯)

সুতরাং জুম'আর প্রথম আযান অনেক আগে দিবে না। যাতে লোকদেরকে গুনাহগার বানানো না হয়। কারণ এত আগে তারা মসজিদে হাজির হয় না। এজন্য সুন্দর নিয়ম হল, সোয়া বারটা বা সাড়ে বারটায় খতীব সাহেব বাংলা বয়ান শুরু করে দিবেন। আধ ঘণ্টা বা পৌনে এক ঘণ্টা বয়ানের পর জুম'আর প্রথম আযান হবে। তারপর সকলে সুন্নাত পড়ে নিবে এবং দান বাক্স চালাতে হলে চালাবে। তারপর খুতবার আযান হবে এবং খুতবা শুরু হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত)

খুতবা চলাকালীন সময়ে দান বাক্স চালানো

আমাদের দেশে অনেক মসজিদে খুতবা চলাকালীন দান বাক্স চালানো হয়। এটা মারাত্মক ভুল। এতে গুনাহ তো হয়ই, উপরন্তু জুম'আর ফযীলতও বাতিল হয়ে যায়। (সূরায়ে আ'রাফ-২০৪, মুসলিম শরীফ হা: নং ৮৫১)

কাজেই কাবলাল জুম'আ সুন্নাতের পরে বা ফরয নামাযের সালামের পরে মসজিদের জন্য কালেকশন করবে। এর উত্তম তরীকা হল প্রত্যেক কাতারে একজন রুমাল নিয়ে চলতে থাকবে। সকলে রুমালের মধ্যে হাত ঢুকাবে। চাই এই মুহূর্তে দান করুক বা না করুক। এতে কারো প্রতি বদগুমানী হবে না এবং আস্তে আস্তে সকলের মধ্যে দানের অভ্যাস গড়ে উঠবে। (রুদ্দুল মুহতার : ২:১৫৯)

মসজিদে জানাযা নামায পড়ার বিধান

বিনা অপরাগতায় মসজিদে জানাযা নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী ও নাজায়িয। যদিও লাশ মসজিদের বাইরে রাখা হয়। এর দ্বারা জানাযা নামাযের যে উহুদ পাহাড় পরিমাণ সওয়াবের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তাও বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং যে সব এলাকায় কোন মাঠ বা খালী স্থান আছে সেখানে অবশ্যই মাঠে জানাযা পড়বে। অলসতা করে মসজিদের মধ্যে জানাযা পড়বে না। হ্যাঁ! যেখানে এ ধরনের মাঠ নেই বা প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে সে ক্ষেত্রে ঠেকাবশত: মসজিদের মধ্যে জানাযা পড়ার অবকাশ আছে। (আবূ দাউদ হা: নং ৩১৯১, রদ্দুল মুহতার-২/২২৪)

উল্লেখ্য, মসজিদের মাঠে জানাযা পড়ার ক্ষেত্রে সুন্নাত নামায থাকলে তা পড়ে তারপর জানাযার জন্য বের হওয়া উত্তম। কারণ লোকদের অন্তরে সুন্নাতের গুরুত্ব কমে গেছে। তাই কোন বাহানায় বের হয়ে গেলে আর সুন্নাত পড়া হয় না। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৩১৮৯, ফাতহুল বারী-২/৯০)

বিনা উযরে মসজিদে ঈদের নামায পড়া ঠিক নয়

বর্তমানে মসজিদের মধ্যে ঈদের নামায পড়ার একটা কুপ্রথা চালু হয়ে গেছে। এটা বন্ধ করা উচিত। কারণ ঈদের নামায মাঠে ময়দানে ও ঈদগাহে পড়া নবীজীর সুন্নাত। মসজিদে পড়া সুন্নাত নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবল বৃষ্টির উযরে জীবনে একবার মাত্র মসজিদে ঈদের নামায পড়িয়ে ছিলেন। এছাড়া সব সময় তিনি ঈদের নামায ময়দানে পড়েছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আশেকদের জন্য এসব সুন্নাতের প্রতি দৃষ্টি দেয়া খুবই প্রয়োজন। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৯৫৬, আবূ দাউদ হাদীস নং ১১৬০)

ইমাম সাহেবের টিউশনি করা

ইমাম সাহেবের দায়িত্ব শুধু নামায পড়ানো নয়। বরং তিনি পুরো মহল্লার দায়িত্বশীল। কাজেই সকল বেনামাযীকে নামাযী এবং বেজামা‘আতীদেরকে জামা‘আতের পাবন্দ বানানোর জন্য তিনি পরিকল্পনা মাফিক মেহনত চালিয়ে যাবেন। কমিটির সদস্যগণ তাঁকে সম্মানজনক বেতন দিবেন। যাতে ইমাম-মুয়াজ্জিনের টিউশনি করতে না হয়। তারা মানুষের ঘরে গিয়ে একটা বাচ্চাকে কেন পড়াবেন। তারা তো মহল্লার সকল বয়সের লোকদের দীনের জরুরী বিষয় শিক্ষা দান করবেন। ইমাম বুখারী (রহ.) জন্মভূমি বুখারা থেকে বহিষ্কার হওয়াকে বরণ করে নিয়েছিলেন কিন্তু আমীরের বাড়ীতে গিয়ে টিউশনি করতে রাজী হননি। (সিয়ারু ‘আলামিন নুবালা: ১০/৩১৭)

মসজিদে তা‘লীম

ইমাম সাহেব মসজিদের মধ্যে প্রতিদিন রুটিন মাফিক অন্তত তিন প্রকার তা‘লীম দিবেন।

ক. ঈমান ও বিশ্বাসের তা‘লীম এবং ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের তা‘লীম। এ বিষয়টি শরী‘আতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর চেয়ে জরুরী কোন বিষয় শরী‘আতে নেই। (বুখারী হা: নং ৯, মুসলিম হা: নং ১, আবূ দাউদ হা: নং ৪৬৯৫)

খ. কুরআনে কারীম ও দু‘আ-কালাম, আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ ইত্যাদি সহীহ করার তা‘লীম। এটা নূরানী পদ্ধতি অনুযায়ী চক-স্লেটের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দরভাবে শিখানো সম্ভব। (দারা কুতনী হা: নং ৪৫, দারেমী হা: নং ২২১)

গ. দীনের জরুরী মাসাইল এবং উযূ, নামায, আযান, ইকামতের বাস্তব প্রশিক্ষণ যা একান্ত জরুরী। কারণ প্রশিক্ষণ ব্যতীত শুধু বয়ান শুনার দ্বারা নামায সহীহ করা সম্ভব নয়। (বুখারী শরীফ হা: নং ৬৭৭, নাসায়ী হা: নং ২২৭৭, আবূ দাউদ হা: নং ৫৩০)

এছাড়াও সপ্তাহে এক দিন আধা ঘণ্টার জন্য মুসল্লীদেরকে ধারাবাহিকভাবে কুরআনের তাফসীর করে শুনাবেন। জুম'আর বয়ানটি পরিকল্পিত ভাবে করবেন। যাতে সকল মুসল্লীর মধ্যে ফরযে আইন পরিমাণ ইলম এসে যায়। যথা: ঈমান-আক্বীদা ঠিক করা, ইবাদাত বন্দেগী সুন্নাত ও মাসআলা অনুযায়ী করা, রিযিক হালাল রাখা, বান্দার হক আদায় করা, এবং আত্মশুদ্ধি করা। "ইসলামী যিন্দেগী" অথবা "আহকামে যিন্দেগী" কিতাব থেকে বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা দেখে নিবেন। এবং মুসল্লীদের সামনে অল্প অল্প করে পেশ করবেন। তাছাড়া ইমাম সাহেব মুসল্লীদের নিয়ে নিজের মহল্লায় এবং পার্শ্ববর্তী মহল্লায় গাশতের নেযাম চালু করবেন এবং মহল্লার দু:স্থ মানবতার খেদমতের জন্য ধনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। এই হল ইমাম সাহেবদের দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এসব দায়িত্ব পালন করলে মসজিদগুলো হেদায়েতের মারকাযে পরিণত হবে ইনশা আল্লাহ। (সূরায়ে আলে ইমরান-১৬৪, আবূ দাউদ- হাদীস নং ৩৬৪১)

মসজিদ পরিচালনা পরিষদের রূপ রেখা

বর্তমানে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে দেশ পরিচালনা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু পরিচালনা করা হচ্ছে। অথচ কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে গণতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। যার কিছু লেখকের "কিতাবুল ঈমান" এর ৫ম অধ্যায় থেকে জানা যাবে।

পরিচালনার এ পদ্ধতি সর্ব নিকৃষ্ট পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মানুষের খুলী গণনা করা হয়। কিন্তু মগজ মাপা হয় না। এ পদ্ধতিতে একজন বিচারপতির রায়ের যে মূল্য একজন বেকুফের রায়ের একই মূল্য। এ পদ্ধতিতে কখনো কোন জিনিষ ভালভাবে চলতে পারে না। এজন্য মসজিদ পরিচালনার ব্যাপারে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

মহল্লার মধ্যে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ, পাক্কা নামাযী, পরহেযগার ও জ্ঞানী লোক থাকবেন ইমাম সাহেবসহ তাদেরকে মজলিসে শুরা ঘোষণা করবেন। অতঃপর তাদের পরামর্শে ও মনোনয়নে মাঝ বয়সী পরহেযগার নামাযী ও জ্ঞানী লোকদেরকে কমিটির সদস্য বা মুতাওয়াল্লীর সাহায্যকারী বানানো হবে। এরা মূলতঃ মসজিদের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাবেন আর মজলিসে শুরা শুধু তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করতে থাকবেন। কমিটির কোন ভুল ভ্রান্তি হলে তারা শুধরিয়ে দিবেন। কমিটির সদস্যদের মধ্যে কোন ভুল বুঝাবুঝি হলে তারা মীমাংসা করে দিবেন। এবং তাদেরকে সুপরামর্শ দিতে থাকবেন। কোন সদস্য

মসজিদের জন্য সময় না দিলে বা কাজে অনীহা প্রকাশ করলে তাকে সংশোধন করবেন। যদি সে অপারগতা পেশ করে তাহলে তার স্থলে নতুন সদস্য মনোনীত করবেন।

সারকথা: ইসলামে জ্ঞানীদের মনোনয়ন ও পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। আম জনগণের নির্বাচন বা তাদের ভোটাভোটির সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করে না। (সূরায়ে নিসাঃ ৫৯, আন'আম-১১৬, শূরা:৩৮, বিদায়া নিহায়া-৭/১৪০)

বিনিময় নিয়ে মসজিদে বাচ্চাদের তা'লীম দেয়া

বিনিময় নিয়ে মসজিদের মধ্যে বাচ্চাদের বা অন্যদের তা'লীম দেয়া মাকরুহ ও নাজায়িয। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করা হচ্ছে। এজন্য ইমাম-মুয়াজ্জিন বা খাদিমগণ মসজিদের তা'লীম আল্লাহর ওয়াস্তে দিবে। অপরদিকে মসজিদ কমিটি তাদের জন্য সম্মানজনক বেতনের ব্যবস্থা করবে। যাতে তারা এ নাজায়িয বেতনের মুখাপেক্ষী না থাকেন। এতে আলেমদের মর্যাদাহানি হয়। এ থেকে পরহেয করা কর্তব্য। (মুসলিম শরীফ-হাদীস নং ২৮৫, দূরের মুখতার ও রদ্দুল মুহতার-৫/৩৬৪, আলমগীরী-৫/৩২১)

মসজিদকে স্থায়ীভাবে মাদরাসা বানিয়ে নেয়া

মসজিদের ভিতরে বা মসজিদের উপরের তলায় আবাসিক মাদরাসা কায়েম করা জায়িয নেই। এতে মসজিদের সম্মান ও ইহতেরাম রক্ষা পায় না। বর্তমানে কিছু কিছু স্থানে দেখা যাচ্ছে যে, মসজিদ কমিটি দীনের খেদমত মনে করে মসজিদের মধ্যে এ ধরনের মাদরাসা কায়েম করেছেন। যা শরী'আতের দৃষ্টিতে নিষেধ। হ্যাঁ! অনাবাসিকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মসজিদের যে কোন তলায় দীনের তা'লীম তারবিয়ত জায়িয আছে। তবে যিনি পড়াবেন তিনি বিনা বেতনে পড়াবেন এবং এ তা'লীমের দ্বারা মুসল্লীদের ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে কোন অসুবিধা না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা জরুরী। (রদ্দুল মুহতার-১/৬৬০-৬৬৩, আলমগীরী-৫/৩২১)

মসজিদে আরো কতিপয় আদব

পূর্বের আলোচনায় মসজিদের অনেকগুলা আদব বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো ছাড়া ফকীহ আবুল লাইস রহ. 'তাম্বীহুল গাফেলীন' নামক কিতাবে মসজিদের আরো কতিপয় আদব উল্লেখ করেছেন, যথাঃ

১. মসজিদে অবস্থানরত লোকজন যদি নামায, যিকির কিংবা তিলাওয়াতে মশগুল না থাকে তাহলে মসজিদে প্রবেশের সময় তাদেরকে সালাম করা। আর যদি তারা নামায ইত্যাদিতে মশগুল থাকে তখন উচ্চ স্বরে সালাম করা নিষেধ। আর এতে মুসল্লিদের ইবাদতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। সুতরাং অনেকে মসজিদে প্রবেশ করে সশব্দে মুসল্লীদের যে সালাম করে তা ভুল।

২. মসজিদে প্রবেশের পর দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ এর নামায পড়া ভাল। ভুলে বসে পড়লেও এ নামায পড়া যায়। এটা যোহর, আসর এবং ইশার ওয়াক্তে। প্রতিদিন অন্তত একবার হলেও পড়া কর্তব্য। অনেকে দিনে এক ওয়াক্তেও এ নামায পড়ে না। এটা ঠিক নয়।

৩. কোন ধরনের বেচা-কেনা করা। যদিও তা ফোনের মাধ্যমে হোক না কেন। সারকথা, দুনিয়াবী কথা বলার জন্য মসজিদে বসা ও প্রবেশ করা জায়িয নেই। তেমনি ভাবে নামাযের জন্য মসজিদে গিয়ে দুনিয়াবী লম্বা কথা বলাও না জায়িয। তবে ঠেকাবশত ২/১টি কথা বলার অবকাশ আছে।

৪. মসজিদে কোন হারানো জিনিষের ঘোষণা দেয়া জায়িয নেই। এতে মুসল্লীদের ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটে। তবে মসজিদের গেইটে এ ধরনের এ'লান করতে পারে।

৫. নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নাজায়িয। এটা মারাত্মক গুনাহ। একান্ত যেতে হলে কোন কিছুর দ্বারা সুতরা স্থাপন করে তারপর যাবে। অবশ্য যে ব্যক্তি মুসল্লী বরাবর সামনে বসে আছে সে যে কোন এক পাশ দিয়ে চলে যেতে পারে।

৬. মসজিদে থুথু বা কফ না ফেলা বা মসজিদের সীমানায় উযূ না করা এবং আঙ্গুল না ফুটানো।

৭. মসজিদকে নাপাক বস্তু, অবুঝ শিশু, পাগল প্রবেশ করতে না দেয়া এবং কাউকে শারীরিক শাস্তি প্রদান করা থেকে পবিত্র রাখা (আলমগীরী-৫/৩২১) তবে বুঝমান তথা ৭ বছর বা ততোধিক বয়সের ছেলেদেরকে মসজিদে এনে নিজের পাশে রেখে নামায পড়ানো প্রত্যেক অভিভাবকের দায়িত্ব। যাতে তারা নামায ও জামা'আত সম্পর্কে অভ্যস্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সাথে তাদেরকে বড়দের কাতারে দাঁড় করানোই শ্রেয় এবং এতে কোন অসুবিধা নেই। তা না করে এ ধরণের বাচ্চাদেরকে পিছনে ঠেলে দিলে এক দিকে যেমন অভিভাবকদের পেরেশানী হতে পারে। অপরদিকে কয়েকজন বাচ্চা মিলে নামাযের পরিবর্তে হট্টগোলে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। (আহসানুল ফাতাওয়া-৩/২৮)

বিঃদ্রঃ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মুফতি শফী রহ.-এর লিখিত "আদাবুল মাসাজিদ" নামক কিতাব দেখা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমামদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

জিজ্ঞাসা: আমি একটা জামে মসজিদের ইমাম। ইমাম হিসেবে আমি মুসল্লীদের ইমামতি করে থাকি। তাছাড়া মুসল্লীদের চাহিদা মুতাবিক তাদের বিভিন্ন ব্যাপারে দু'আ খতমে কুরআন ইত্যাদি করে থাকি। আমি জানতে চাচ্ছি যে, এতে কি ইমাম হিসেবে আমার দায়িত্ব পালন হচ্ছে, না এর বাইরে আমার আরো কিছু করণীয় আছে? এটা এ জন্য জানতে চাচ্ছি, যাতে দুনিয়াতে আমার বেতন নেয়া হালাল হয় এবং আখিরাতে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে খেয়ানতকারী সাব্যস্ত না হই। মেহেরবানী করে বিষয়টি খুলে বলবেন। আমার ন্যায় বহু ইমাম এ ব্যাপারে শঙ্কিত। যেন কিয়ামতের ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে আল্লাহর দরবারে লজ্জিত না হতে হয়।

জবাব:

অবতরণিকা: আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মানিত করেছেন এবং উলামায়ে কিরাম ও আইম্মায়ে মাসাজিদকে তার উত্তরসূরী ঘোষণা করেছেন। উলামায়ে কিরাম ব্যক্তিগতভাবে বা দুনিয়ার দিক দিয়ে যে স্তরের লোক হোন না কেন, তারাই এ আয়াতের বাস্তব নমুনা- 'আমি দুনিয়ার মধ্যে কমজোর তবকার উপর ইহসান করতে চাই এবং তাদেরকে ইমাম ও সর্দার বানাতে চাই।' (সূরা কাসাস-৫) বস্তুত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিহরাব ও মিম্বর আজ ইমামদের নিকট, তাদের তত্ত্বাবধানে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর উত্তরসূরী হওয়ার কারণে ইমামগণের যিম্মাদারী অনেক। ইরশাদ হচ্ছে 'তোমরা আমানত পাওনাদারের নিকট পৌঁছে দাও।' (সূরা নিসা-৫৮) এর তাফসীরে বলা হয়েছে, সাধারণ মুসলমানদের দীন ও ঈমান উলামাগণের নিকট আমানত যা তাদেরকে পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে। (রুহুল মাআনী:৩/৯৪) অন্যত্র বলা হয়েছে 'তাদেরকে এক যবরদস্ত নূর দান করা হয়েছে যা নিয়ে তারা সর্বত্র বলতে থাকবেন।' (সূরা আন'আম-১২২)

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন। মসজিদের ইমামগণের উপর অর্পিত এ দায়িত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাসিক রাহমানী পয়গামে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাপক ফায়দার উদ্দেশ্যে তা পুস্তিকা আকারে ছাপা হল। আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

আপনি যেহেতু নায়েবে নবী, সুতরাং নবী-রাসূলগণের যে তিনটি কাজ ছিল-যথা তাবলীগ, তা'লীম ও তাযকিয়া। (সূরা বাক্বারাহ-১২৯)

সে কাজগুলো এর সাথে সাথে দীনী মাদরাসা পরিচালকের যিম্মাদারী সম্পর্কেও কিছু আলোচনা পেশ করা হইল। এ কাজগুলো প্রথমে নিজের মধ্যে হাসিল করতে হবে এবং এর প্রত্যেকটি গুণকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী হক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে শিখতে হবে এবং নিজের যিন্দেগীকে উক্ত তিন

যিম্মাদারী ও দায়িত্ব আদায় করার জন্য ওয়াকফ করতে হবে। সুতরাং প্রত্যেক ইমাম সাহেবের উপর তিনটি যিম্মাদারী পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য।

নিম্নে উপরোক্ত যিম্মাদারী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হল।
প্রথম যিম্মাদারীঃ মসজিদে মুসল্লীদের সঠিকভাবে ইমামতি করা ও নামায পড়ানো। এর জন্য আপনার নিজের প্রস্তুতি হিসেবে তিনটি কাজ করতে হবে।

(ক) সূরা-ক্বিরা'আত পুরোপুরি সহীহ করতে হবে। কারণ, ক্বিরা'আতের অনেক ভুলের দ্বারা নামায ফাসিদ হয়ে যায়।

(খ) সহীহ মাসআলা-মাসাইল আমলী মশক (বাস্তব প্রশিক্ষণ) এর মাধ্যমে শিখে নিতে হবে। কারণ, ড্রাইভার না শিখে ড্রাইভিং করলে যেমন ড্রাইভার নিজেও মরে যাত্রীদেরকেও মারে, তেমনিভাবে কারো নিকট থেকে মাসাইল ও প্রাকটিক্যাল নামায না শিখে ইমামতি করলে বিভিন্ন ভুলের দরুন নিজেও মহা অপরাধী হতে হয় এবং মুসল্লীদের নামায ও নষ্ট হয়ে যায়। যেমন, মনে মনে ক্বিরা'আত পড়া, জিহ্বা ঠোঁট বা মুখ না হেলিয়ে দিলে দিলে ক্বিরা'আত পড়া। (হিদায়া, ১:১১৭)

তাছাড়া নামাযের আমলী মশক না থকার দরুন অনেক ইমাম তাকবীরে তাহরীমার 'আল্লাহ' শব্দের মধ্যে এক আলিফ থেকে অনেক বেশি লম্বা করে থাকেন, যা মূলতঃ নিষেধ (ফাতওয়া শামী, ১ : ৩৮৭/ শরহে বেকায়া, ১:১৩৪) কিন্তু এ ভুলের দরুন মুসল্লীদের নামাযে মারাত্মক অসুবিধা হতে পারে। কারণ, অনেক মুসল্লী ইমামের সাথে সাথে তাকবীরে তাহরীমা বলে থাকেন এবং তারা আল্লাহ শব্দটি দীর্ঘ স্বরে উচ্চারণ করেন না। এ কারণে তাদের তাকবীর ইমামের তাকবীরের আগেই শেষ হয়ে যায়। যার ফলে তাদের ইমামের একতেদাই সহীহ হয় না এবং তাদের নামায বেকার হয়ে যায়। (আহসানুল ফাতওয়া, ৩ : ৩০৫)

লক্ষ্য করুন, ইমামের একটু ভুলের দরুন কত বড় ক্ষতি হতে পারে। তেমনিভাবে অনেকে তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানোর সময় মাথা ঝুঁকিয়ে থাকেন এবং এটাকে আল্লাহর সামনে বিনয় প্রকাশ করা মনে করে থাকেন। অথচ এ অবস্থায় চেহারা কিবলার দিকে রাখতে হয়। কিবলার দিকে না রেখে জমিন মুখী রাখায় এটা নাজায়েয ও হারাম হয়। (ফাতওয়া আলমগীরী, ১ : ৭৩/ আদ দুররুল মুখতার, ১ : ৪৭৫)

আবার কেউ কেউ রুকু'থেকে সিজদায় যাওয়ার সময় রুকু'র মত করে সিজদায় গিয়ে থাকেন, যা মাকরূহে তাহরীমী। কারণ, মাসআলা হল, হাঁটু জমিনে না লাগা পর্যন্ত বুক একদম সোজা রাখতে হবে এবং হাঁটু জমিনে লাগার পর সিনা ঝুঁকিয়ে সিজদায় যেতে হবে। (ফাতওয়া শামী, ১: ৪৯৭, নূরুল ইজাহ, ৫১)

এখন বলুন, কোন ইমাম সাহেব যদি অসতর্কতা বা নামাযের মশক না থাকার দরুন এভাবে হারাম বা মাকরূহে তাহরীমী কাজে লিপ্ত থাকে, তাহলে মুসল্লীদের নামাযের কী অবস্থা হবে?

কোন কোন ইমাম অসতর্কতার দরুন নামাযের সালাম ফিরানোর সময় 'আস-সালামু' শব্দের মধ্যে এক আলিফ থেকে বেশি লম্বা করে থাকেন, অথচ এতে মুসল্লীদের নামাযের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যায়। কারণ, মুকতাদীদের জন্য প্রথম সালামের 'আস-সালামু' পর্যন্ত ইমামের ইকতিদা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, এতটুকু সময়ের মধ্যে মুক্তাদীগণ সালাম বলার ক্ষেত্রে ইমামের আগে যেতে পারবে না। ইচ্ছা পূর্বক ইমামের আগে গেলে মাকরূহে তাহরীমী হবে। (তাতরখানীয়া, ১ : ৮৭/ আলমগীরী, ১ : ৬৮-৬৯) এর পরে অবশিষ্ট সালামের মধ্যে ইমামের ইকতিদা করা সুন্নাত। সুতরাং এখন যদি কোন ইমাম সাহেব আস-সালামু শব্দে এক আলিফের থেকে বেশি লম্বা করে তাহলে তো মুসল্লীগণ ইমাম সাহেবের আগেই 'আস-সালামু' বলে ফেলবে। এতে তাদের নামায মাকরূহে তাহরীমী হয়ে যাবে। দেখুন, ইমাম সাহেবের সামান্য ভুলের দরুন অনেক সাধারণ মুক্তাদির নামায মাকরূহে তাহরীমী হতে পারে। তাছাড়া অনেক স্থানে দেখা যায় যে, নামায শেষে ইমাম সাহেব সকল মুসল্লীকে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করতে থাকেন। ফলে মাসবূক মুকতাদীদের অবশিষ্ট নামায সম্পূর্ণ করতে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ সালামের পর ইমামের ইকতিদা শেষ হয়ে যায়। এরপর আর ইকতিদা বাকী থাকে না। সুতরাং সকলে মিলে দু'আ করা জরুরী কোন আমল নয়। ইমাম নিজে দু'আ করবেন, যাদের সময় সুযোগ আছে, তারা ইচ্ছা করলে ইমামের সাথে দু'আয় শরীক হতে পারেন এবং ইমামের সাথে। আগে বা পরে মুনাজাত শেষও করতে পারেন। মুস্তাহাব আমল হিসেবে এটা করতে পারেন। জরুরী মনে করা নাজায়েয। দ্বিতীয়ত চুপে চুপে দু'আ করা মুস্তাহাব এবং সে দু'আ কবুল হওয়ার বেশি আশা করা যায়। আর উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করা বিভিন্ন শর্তের সাথে জায়েয আছে, মুস্তাহাব নয়, শর্তগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, কোন মুসল্লীর নামায, তিলাওয়াত বা যিকিরে ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না। (আহসানুল ফাতওয়া, ৩ : ৬০-৬৮) অথচ এ মুনাজাত দ্বারা অন্যান্য মুসল্লীর নামাযে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করা হয়। তাদের সূরা ক্বিরা'আত পড়তে যে কি সমস্যা হয়, সেদিকে কেউ লক্ষ্য করে না; অথচ মসজিদের ইমাম সাহেব ও কমিটির যিম্মাদারী হচ্ছে- এ সব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা।

এখানে বুঝার জন্য কতিপয় নমুনা পেশ করা হলো মাত্র, যাতে সকলেই আমলী মশকের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন।

(গ) আহলুল্লাহ অর্থাৎ, আল্লাহওয়ালাদের সুহবত ইখতিয়ার করে নিজের ভিতর তাকওয়া, পারহেজগারী, আল্লাহর ভয়, ইখলাস ইত্যাদি আত্মার ভালগুণ হাসিল

করতে হবে। কারণ, এগুলোর অভাব থাকলে নিজের ইলমের উপর আমল করা কঠিন। আর নিজের মাঝে আমল ও ইখলাস না থাকলে, সেই ইমামের নামায কবুল হয় না। বলাবাহুল্য বে-আমল আলিমের জন্য ইমামতি করা মাকরূহে তাহরীমী। এমনকি তাকে ইমামতিতে নিয়োগ দান বা ইমাম পদে বহাল রাখাও মসজিদ কর্তৃপক্ষের জন্য নিষেধ।

দ্বিতীয় যিম্মাদারীঃ মসজিদের মুসল্লীদের এবং মসজিদের মকতব-এর বাচ্চাদের কুরআনে কারীম তথা সূরা ক্বিরা'আত সহ দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে শিক্ষা দান করা।

দীনের করণীয় পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান দান করা। অর্থাৎ, তাদের ঈমান-আক্বায়িদ, ইবাদত-বন্দেগী, মু'আমালাত বা হালাল রিযিক, মু'আশারাত বা বান্দার হক ও ইসলামী সামাজিকতা, আত্মশুদ্ধি বা অন্তরের রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং এর মাধ্যমে সমস্ত গুনাহের অভ্যাস পরিত্যাগ করানো এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাতে কলমে শিক্ষা দান করা। বর্তমানে এর বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। একে তো অনেকে ফাযায়িলের বয়ান করলেও মাসাইলের বয়ান করেন না, আবার কেউ মাসাইলের আলোচনা করলেও বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করেন না। যে কারণে আমাদের সমাজে বিভিন্নভাবে দীনী খেদমত চালু থাকা সত্ত্বেও উম্মাতের আযান-ইকামত, উযূ-নামায, বিবাহ-শাদী, কাফন-দাফন ইত্যাদির কোনটিই পুরোপুরি সুন্নাত অনুযায়ী আদায় হচ্ছে না; বরং প্রত্যেকটির মাঝে কিছু সুন্নাত জারী আছে, আর কতগুলো সুন্নাত ছুটে যাচ্ছে। অথচ কোন আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য সুন্নাতের অনুসরণ জরুরী এবং সুন্নাতের দ্বারাই ফরজ পরিপূর্ণ হয়। মিরাজের রাতে নামায ফরজ হওয়ার পরের দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আ. কে পাঠিয়ে নামাযের সম্পূর্ণ নকশা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সামনে পেশ করেছেন, নামাযের বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামকে রা. তাবেয়ীনদেরকে যে আমলী মশকের মাধ্যমে নামায শিখিয়েছেন, এর বহু ঘটনা হাদীসের কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ঘুরে ঘুরে নামাযের কাতার দুরুস্ত করতেন, ভুল সংশোধন করতেন, এমনকি একবার রুকু-সিজদার মধ্যে কিছু ত্রুটি করার দরুন একজন সাহাবীকে তিনি বলেছেন যে, তুমি দ্বিতীয়বার নামায পড়, তোমার নামায হয়নি। তিন বারের পর যখন সেই সাহাবী ভুল সংশোধন করতে পারলেন না, তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পুরা নামায শিখালেন। (বুখারী শরীফ : হা: নং ৭৫৭ / মুসলিম শরীফ : হা: নং ৩৯৭) সাহাবী আবু হুজাইফা রা. এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তিনি নামাযে রুকু-সিজদার মধ্যে ভুল করছেন। তখন নামাযান্তে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি এভাবে নামায

কতদিন যাবৎ পড়ে আসছ? সে ব্যক্তি বলল, বার বছর যাবৎ। উক্ত সাহাবী রা. তখন বললেন, এভাবে নামায পড়তে পড়তে যদি তুমি মৃত্যুবরণও কর, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকার উপর তোমার মৃত্যু হবে না। (বুখারী, ১ : ১০৯/ হা: নং ৭৯১)

এ সামান্য আলোচনা দ্বারা অতি সহজেই বুঝা গেল, আমদের আমলের যে করুণ অবস্থা তা দূর করতে হলে এর একমাত্র পথ হলো, গুরুত্ব সহকারে সুন্নাতের আলোচনা বেশী বেশী করা এবং প্রত্যেকটি দীনী বিষয় আমলী মশকের মাধ্যমে শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া। যেন এমন না হয় যে, একজন ইমাম ১০/ ১৫ বছর এক স্থানে ইমামতি করছেন, অথচ এ দীর্ঘ সময়েও তার পেছনের মুসল্লীদের সূরা, ক্বিরা'আত ও নামাযের রুকু-সিজদা কিছুই সহীহ হয়নি। অথচ তিনি ইমামতি করেই যাচ্ছেন।

তৃতীয় যিম্মাদারী: মহল্লার সকল শ্রেণীর লোকদের নিকট দীনী ও দুনিয়াবী ফায়দা পৌঁছানোর লক্ষ্যে দাওয়াত ও খেদমতের উদ্দেশ্যে সময় সুযোগ মত তাদের খোঁজ-খবর নেয়া এবং তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে পৌঁছাতে চেষ্টা করা। একজন ইমাম সাহেব ইচ্ছা করলে এক বৎসরে সাড়ে তিনশত বাড়ীতে পৌঁছতে পারেন। এর জন্য ইমাম সাহেবের নিকট সম্পূর্ণ মহল্লার লোকদের একটা তালিকা থাকা উচিৎ। উক্ত তালিকা অনুযায়ী যারা মসজিদে আসেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজের সহকর্মী বানিয়ে তাদের সাথে পরামর্শক্রমে যার সাথে যার পরিচয় ও উঠাবসা আছে, তাদের রাহবার বানিয়ে তার সহযোগিতায় সেসব লোকের বাড়ীতে পৌঁছা, যারা এখনো মসজিদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেননি। অতঃপর তাদের কাছে দীনের গুরুত্ব তুলে ধরা তাদের পরিবারের মহিলাদেরকেও দীনী দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদেরকেও সহীহ ঈমান ও আমলের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। সাথে সাথে মহল্লার গরীব লোকদের খোঁজ-খবর নেয়া, বিপদে- আপদে, তাদের পাশে দাঁড়ানো। বিপদগ্রস্ত লোকদের ব্যাপারে সামর্থবান মুসল্লীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দুঃস্থ-মানবতার সেবা করা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এ সুন্নাতকে যিন্দা করার দ্বারাই সাম্রাজ্যবাদের অগ্রদূত, অমুসলিমের মদদপুষ্ট এন.জি.ওদের কার্যক্রমের বাস্তব সম্মত মুকাবিলা করা সম্ভব। আল্লাহ না করুন! এসব এন.জি.ও যদি এভাবে অগ্রসর হতে থাকে, তাহলে তারা অদূর ভবিষ্যতে এমন একটা জেনারেশন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, যারা নামকা ওয়াস্তে মুসলিম সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের ক্ষতি সাধনে প্রথম কাতারের শত্রুর ভূমিকা পালন করবে। দীনে ইসলাম, উলামায়ে কিরাম ও ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিকে হেয় প্রতিপন্ন করবে এবং এগুলো উচ্ছেদ করতে খড়গহস্ত হবে। শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে এদেশের মুসলমানদের ঈমান, আমল ও স্বাধীনতার ফল মাতৃভূমি বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদের হাতে

তুলে দিবে। স্বাধীনতা লাভের ৫০/ ৬০ বছরের মাথায় আবার আমরা গোলামীর জিঞ্জির কাঁধে নিয়ে বে-ইজ্জতির যিন্দেগীতে গ্রেফতার হয়ে পড়বো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের স্বাধীনতা দান করেছেন। দীনের খেদমতের ঢালাও সুযোগ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু নায়েবে রাসূল এবং দীনদার মুসলমানগণ যদি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে এ সুযোগ ছিনিয়ে নিয়ে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন। আমাদের অবহেলার দরুন অলসতার দরুন মসজিদের মকতব বন্ধ হয়ে দুশমনদের ফাঁদ কিন্ডার গার্ডেন আবাদ হচ্ছে। সুযোগ থাকতে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের আযাব থেকে হেফাজত করুন।

মাদরাসা পরিচালকদের যিম্মাদারী

বর্তমানে প্রায় দীনী মাদরাসাগুলোই জনগণের সাহায্য সহযোগিতা দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। তারা যেমন মাদরাসা টিকিয়ে রাখার যিম্মাদারী পালন করছে, তদ্রূপ মাদরাসা পরিচালক বৃন্দেরও যিম্মাদারী জনসাধারণের ঈমান আমলের প্রতি লক্ষ্য রাখা। তাছাড়া মাদরাসার পরিচালকগণ জনগণ থেকে টাকা-পয়সা আনার সময়ই তাদের সাথে অঘোষিতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে যায় যে, আপনাদের থেকে টাকা পয়সা নিচ্ছি, আমরা আপনাদেরকে সুযোগ্য মুত্তাকী আলেম উপহার দিব। সুতরাং উক্ত যিম্মাদারী ও অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখাও মাদরাসা পরিচালকদের কর্তব্য।

মাদরাসার ছাত্র ভাইয়েরা যাতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুযোগ্য উত্তরসূরী হয়ে সমাজে দীনী মেহনত করতে পারে তাই তাদেরকেও উক্ত তিন বিষয়ে দাওয়াত তা'লীম ও তাযকিয়া সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া। মাঝে মধ্যে ছাত্রদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগে পাঠিয়ে তাদের মাঝে দাওয়াতী মনোভাব গড়ে তোলা। আযান, ইকামত, উযূ, নামায ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সুন্নাত তরীকায় আমলী মশকের মাধ্যমে তা'লীমের ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে তাযকিয়ার ব্যাপারেও উৎসাহিত করা, এসব মাদরাসা পরিচালক ও শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ছাত্ররা নিজেদের জীবন উস্তাদদের হাতে তুলে দেয়ার পরও যদি তারা তাদেরকে সঠিকভাবে গড়তে অবহেলা করে তাহলে আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে। যেমনিভাবে শুধু নামায পড়িয়ে দেয়াই ইমাম সাহেবের যিম্মাদারী নয়, নামায পড়ানোর সাথে সাথে মুসল্লীদের সার্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তার দায়িত্ব। তদ্রূপ ছাত্রদের শুদ্ধ কিতাব পড়িয়ে দেয়াই মাদরাসা পরিচালকের দায়িত্ব নয়; বরং কিতাব পড়ানোর সাথে তাদের ঈমান আমলসহ সার্বিক দিক দিয়ে খোঁজ খবর রাখা ও তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলাও তাদের দায়িত্ব। মাদরাসায় দায়িত্বশীলগণ এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে যে সব ছাত্রদের জন্য জনসাধারণ থেকে সাহায্য ভিক্ষা এনে তাদের

খানা-পিনা থাকার এন্তেজাম করছে ঐ ছাত্রগণই একদিন তাদের জন্য আস্তিনের সাপ হবে বিপদের কারণ হবে আর আখিরাতের জবাবদিহিতা তো আছেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করেন। আমীন!